International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপজনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

লোক-উৎস, ১ম সংখ্যা # *E-Journal*_122

নতুন তথ্যের আলোকে —

পূর্বতন দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের সংযুক্তিকরণ আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ

মনোজিৎ দাস

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষত নিয়ে নানা ধরণের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। এটা ঠিক যে ৫৬৩টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যেই Instrument of Accession-এ স্বাক্ষর দিয়েছিল ১৫ই আগষ্টের পূর্বেই।[১] কেউ কেউ দীর্ঘদিন স্বাধীনসত্তা বজায় রাখে এবং ভারত অথবা পাকিস্থান-এর কোনটির অধীনতা স্বীকার করবে তা মনস্থির করতে পারেনা। উত্তরপূর্ব ভারতের কোচবিহার রাজ্যটি এরকম ত্রিশঙ্কু অবস্থায় পড়ে যায়। সুদীর্ঘ দু'বছর টানাপোড়নের পর কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র ভূপবাহাদুর ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর Instrumant of Accession স্বাক্ষর করে ভারতে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি জেলার মর্যাদা পায়।[২]

কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসাবে যোগদান কিন্তু খুব সহজে সম্ভব হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি এই সুদীর্ঘ আড়াই বৎসর কাল কোচবিহার রাজ্যের রাজনীতি আঁকাবাঁকা পথে প্রবাহিত হয়ে সঙ্কটময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।[৩]

কোচবিহারের এই সঙ্কটের কারণ ছিল, রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থান ও জনবৈচিত্র। কোচবিহার রাজ্যটি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্থান(বর্তমান বাংলাদেশ) ও ভুটান দ্বারা পরিবেষ্টিত। জনসংখ্যায় ৬৭শতাংশ হিন্দু ও ৩০ শতাংশ মুসলমান। বাদবাকি অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দুদের অধিকাংশই রাজবংশী গোষ্ঠীভুক্ত। আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি জানিয়ে ছিল যে কোচবিহার রাজ্যকে আসামের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। কারণ সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক গঠণপ্রণালী বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে কোচবিহাররাজ্য আসামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাছাড়া ইতিহাসে এক বিশেষ সময়ে কোচবিহার রাজ্য প্রাগজ্যোতিষপুর ও কামরুপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসামের দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন আসামের রাজ্যপাল স্যার আকবর হায়দরি।[৪] কোচবিহারের উপর নজর রাখার ভার আসামের রাজ্যপাল আকবর

হায়দরিকে দেওয়া হয়েছিল। কোচবিহারকে আসাম কংগ্রেস কমিটির এক্তিয়ারভূক্ত করা হয়েছিল। আকবর হায়দারি সর্দার প্যাটেলের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন যে ডাঃ রায় ও শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভূক্তির দাবি নিয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছেন তাতে কোচবিহারের সংখ্যালঘু বাংলাভাষী ও সংখ্যাগুরু রাজবংশীদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছে।[৫]

আসামের রাজ্যপাল কোচবিহার রাজ্যের তত্ত্বাব্ধায়ক নিযুক্ত হওয়ায় আসামবাসীদের আরো ধারণা হয়েছিল কোচবিহার রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হলে তা পরে আসামের সঙ্গেই যুক্ত হবে, নইলে স্বাধীন ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকেও তো কোচবিহার রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে পারতেন। আসলে ব্যাপারটা ছিল প্রশাসনিক। পূর্বঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলির ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক(Political Agent of the Governor General and Viceroy) শিলং-এ থাকলতেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আসামের রাজ্যপাল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কোচবিহার রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে এটা ঠিক যে স্যার আকবর হায়দরি ভূমিকা বিতর্ক সাপেক্ষ ছিল।

কোচবিহার রাজ্যের অপর দাবিদার পশ্চিমবঙ্গ। ভৌগলিক অবস্থান, ভাষা, সাংস্কৃতিক ও জনবিন্যাস প্রভৃতি বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। নামে দেশীয় রাজ্য হলেও কোচবিহার রাজ্য বৃহত্তর বঙ্গদেশেরই অংশবিশেষ। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের কোচবিহার রাজ্য শাখা (State Congress), কোচবিহার প্রজামন্ডল, কমিউনিস্ট পার্টির কোচবিহার শাখা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহার রাজ্যের সংযুক্তি দাবি জানিয়েছিল। কোচবিহারের স্থানীয় অধিবাসীদের একাংশ নিয়ে গঠিত হিতসাধনী সভা প্রথমে কোচবিহার রাজ্যের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকতে চেয়েছিল। এটা যখন সম্ভব হল না তখন হিতসাধনী সভা উত্তরখন্ড রাজ্যের দাবি জানিয়েছিল। এ দাবিও যখন ভারত সরকার মেনে নিল না তখন এরা কোচবিহার রাজ্যকে কেন্দ্রশাসিত এলাকার রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল। সে দাবিও যখন ভারত সরকার মেনে নিল না তখন হিতসাধনী সভার হিন্দু অংশ আসামের সঙ্গে সংযুক্তির আবেদন জানিয়েছিল। অন্যদিকে হিতসাধনী সভার মুসলিম অংশ পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে সংযুক্তির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে হিতসাধনী সভা সম্পর্কে কিছু না বললে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে না। হিতসাধনী সভা মূলত রাজবংশী হিন্দু, কামরূপী ব্রাহ্মণ, মুসলমান জোতদার নিয়ে গঠিত।[৬]

১৯৪৭ সালের ১লা ডিসেম্বর সর্দার বল্লবভাইকে লেখা ভিপি মননের এক গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় কোচবিহার মুসলিম নেতৃতব এক সময় মহারাজকে পাকিস্তানে যোগদান করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ঐ রিপোর্টে তাদের প্রো-পাকিস্তানি হয়েছে, The Muslim Leaders first advised the Maharaja to accede to Pakistan and Leter on were in favour of the maintenance of Cooch Behar as an independent entity eitheras a State or acentrally administered province —এই রিপোর্টে খাঁ চৌধশরী আমানতউযল্লা আহমদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা নেই। তবে মাথাভাঙ্গা মহকুমার বড়মরিচা অবস্থিত তার নিকট আত্মীয় সূত্রে জানা যায় ভারত ভাগের সময় তিনি কোচবিহারকে পাকিস্তান ভুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কুচবিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিম্ম সিং মাহেশ্বরী মারফত তিনি মহারাজার কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহারাজার কাছে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৭]

তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের রাজদরবারে কর্মরত (এস.ডি.ও. ছিলেন তুফানগঞ্জের) হেমন্ত রায় বর্মা তাঁর 'বানিয়াদহের তীর থেক রাজমহল একটি মরমী স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন, কুচবিহারের প্রজাবৃন্দ হিতসাধনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুচবিহারের রাজাকে প্রেসিডেন্ট করিয়া এই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটি স্টেট রূপে রাখা হউক, ইহারই প্রচেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময় দিনহাটার উমেশচন্দ্র মন্ডল মহাশয় প্রজামন্ডল নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া সর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেসের ভাবধারা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত কুচবিহারি প্রজাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে প্রজামন্ডলের শক্তি অতি নগন্য ছিল। হিতসাধনী সভার শক্তির কথা জানিয়া তৎকালীন ভারতের প্রাইম মিনিশটার জওহরলাল নেহরু তখন কলিকাতার প্যারেড গ্রাউন্ড এক সভায় বলিয়া ছিলেন যে কুচবিহারবাসীদিগের ভোট কুচবিহারের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।[৮]

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় কুচবিহার সম্বন্ধে হতাশাগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন যে কুচবিহারের রাজা এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তাহার প্রজারা তাহাকেই কুচবিহারের প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত করিবে। তাই তিনি জওহরনাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি দিল্লীর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিল্লীর মন্ত্রীদের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতা শরৎ বসুকেও সঙ্গে নিলেন। এবং দিল্লি যাইয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল এবং জওহরলালজিকে কুচবিহারের অবস্থা ভালভাবে বুঝাইয়া

কুচবিহার রাজ্যকে ভোটগ্রহণ ছাড়াই ভারতভুক্তি করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন জওহরলালজি তাঁহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। তিনি কুচবিহার রাজ্যকে বিনা ভোটে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন লইতে আদেশ দিলেন। তখন মহারাজ জদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট এক চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিয়া কুচবিহার রাজ্য ভারতভুক্তি করিয়া দিলেন। এই কার্যের দ্বারা জওহরলাল নেহেরু কুচবিহারবাসীদের কাছে হেয় হইয়া গেলেন। তাহারা ভাবিতে পারে নাই যে ভারতের তথা সর্ব্ব ভারতীয় কংগ্রেসের অত উচ্চমানের অতবড় লোকমান্য নেতা তাঁহার নিজের কথার মূল্য রাখিবেন না। তখন কংগ্রেসের ধিক্কার হইল। হিতসাধনী সভা ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর ১৯৫০ খ্রিঃ ১লা জানুয়ারি তারিখে কুচবিহার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হইল ও পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হইল"।[৯]

শ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন প্রণীত 'উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, IRadcliff award-এ পশ্চিমবঙ্গ দ্বিখণ্ডিত হয়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা মূল পশ্চিমবঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে আর কথ্য ভাষার ভিত্তিতে কুচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় একই রাজবংশী ভাষা এবং তদ্রুপ জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের ভাষাও একই। ইত্যাদি দাবিতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় উভয়ই কুচবিহার জেলাকে দাবী করিয়া বসেন। এই Tug of War চলতে থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় দিল্লিতে উনার (উপেন বর্ম্মনের) সাথে দেখা করে উনার মত জিজ্ঞাসা করেন। উপেন বর্ম্মন নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন যে আমরা অর্থাৎ কোচবিহারবাসীরা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে থাকতে চাই। উপেনবাবু মত দিয়েছিলেন দুটি কারণে। কুচবিহার বাংলা ভাষাতেই শতাধিক বর্ষ থেকে শিক্ষা প্রচলিত এবং আসামে একমাত্র গোয়ালপাড়া ছাড়া সর্বত্র অসমীয়া ও আদিবাসী ভাষা-এই প্রথাতে আসামে গেলে ভাষার ভিত্তিতে কোচবিহার কোণঠাসা হয়ে পড়বে। উনি আরো জানিয়েছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ উন্নত কৃষ্টির সাথেই আমরা থাকতে চাই।[১০]

ডক্টর রায় খুশি হয়ে উনার মত Home Minister সর্দ্দর বল্লভ ভাই প্যাটেলকে বলতে বললেন। পরে কুচবিহার তৎকালীন Political Agent নানজাপ্পা উপেন বর্ম্মনকে গাড়িতে করে Birla-র বাড়িতে নিয়ে যান এবং উপেনবাবু তার পূর্বিক্ত মতামত জানান এবং সর্দ্দার প্যাটেলকে জানাতে বলেন। এরপর পন্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু কমিটির সরেজমিনে অর্থাৎ কুচবিহার জেলায় তদন্ত করতে আসেন। ডক্টর রায়ের উপদেশ মত উপেন বর্ম্মন কুচবিহারে গিয়ে কুঞ্জুরু

কমিটির নিকট উপস্থিত হয়ে উনার মতামত জানান। অতঃপর কুচবিহার ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের জেলারূপর ঘোষিত হয়।[১১]

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তার জীবন স্মৃতির ভূমিকা গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৪৮ সালে যখন মন্ত্রী নই কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য তখন ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে ময়ূরভঞ্জ ও কুচবিহার এই দুই দেশীয় রাজ্য কোন প্রদেশে যাবে সে বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলে। আমি রিপোর্ট দেই ময়ূরভঞ্জ যাবে ওড়িশায় এবং কুচবিহার যাবে পশ্চিমবাংলায়। বল্লভ ভাইয়ের মত ছিল কুচবিহার যাবে আসামে। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি আমার মতই গ্রহণ করে।[১২]

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কুচবিহারের সংযুক্তিকরণের বড় বিরোধী ছিলে হিতসাধনী সভা ও Dowager Maharani Indra Debi. কোচবিহার স্টেট কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই চেয়েছিলেন পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্টেট কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ও মন্ত্রীদের অধিকাংশই ছিলেন হিতসাধনী দলের সদস্য। হিতসাধনী দলে আমার দুটো উপদল ছিল। মুসলমান সদস্যরা চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে।[১৩] মুসলীম লীগ পন্থী রাজস্ব মন্ত্রী খান চৌধুরী আমানতউল্লা ও শিক্ষামন্ত্রী সতীশ সিং রায় মেখলিগঞ্জে এক জনসাভায় বলেছিলেন যে কোচবিহার রাজ্যেক ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে রাখতে হবে এবং কুচবিহার স্টেট কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে হবে।[১৪] দিনহাটা মহকুমা হাকিম আহাম্মদ হোসেন প্রধান কুচবিহারকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ঈদের দিন এক প্রকাশ্য সভায় মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করেছিলেন।[১৫] কুচবিহার রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও অ্যাকাউন্টেন্ট আসগর আহমেদ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোরাবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার রাজ্যের তিন দিকেই পাকিস্তান, আপনার মত কি? অবশ্য মহারাজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অস্বীকার করে মহারাণী গায়ত্রী দেবী লিখেছেন, Ever as children in Cooch Behar we had supported the idea of independence, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru had been school room heroes and we often shouted congress slogan about a tree and united India.[১৬]

কোচবিহারের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ ও ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ এবং সর্বোপরি সংবদ্ধ পত্রগুলিকে অবহিত করার জন্য কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ১৪ই মে তে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রেখেছিলেন অধ্যাপক চুণীলাল মুখার্জী এবং তারাপদ চক্রবর্তী। এর

পরেই সংবাদপত্রগুলো বিশেষ গুরুপ্ত সহকারে কোচবিহারের সংবাদ প্রকাশ করা শুরু করেছিল।[১৭]

এইভাবে কোচবিহারের অভ্যন্তরে প্রজামন্ডল এবং কোচবিহারের বাইরে কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১৪ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু কলকাতায় এলে কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। তা স্বাক্ষর করেছিলন উমেশচন্দ্র মন্ডল, চুণীলাল মুখার্জী, রনেশচন্দ্র রায় মন্ডল, সতীশচন্দ্র পাল, প্রেমনীহার নন্দী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, রাজেন্দ্রচন্দ্র চ্যাটার্জী, কলানাথ রায় বর্মন, চুড়ামোহন ভৌমিক, আসমত আলি বেপারী।[১৮]

যাইহোক কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন, প্রজামন্ডল, ষ্টেট কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখ দলের আন্দোলনের ফলেই কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ সম্ভব হয়ে ছিল। অবশ্য এই সব দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও ডঃ বিধানচন্দ্র রায় অবশ্য শেষ পর্বে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় শেষ দিকে এ ব্যাপারে প্যাটেলকে বারবার লিখেছেন এবং বলেছেন। ডঃ রায় এক চিঠিতে লিখেছেন—You remember I spoke to you on serveral occasions about allowing Cooch Behar to be merged to West Bengal. I am perfectly sure you are inclined in the same direction.[১৯]

দীর্ঘ টানাপোড়নের পর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের কথা ঘোষনা করেছিলেন। এই ঘোষণা শুনে ডঃ বিধানচন্দ্র ৮ই ডিসেম্বর সর্দার প্যাটেলকে এক চিঠিতে লিখেছেন—আমি এই সঙ্গে তোমাকে এবং মন্ত্রী সভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই। তোমরা শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে রাজী হয়েছো বলে। যার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেটা শুধু এই প্রদেশের পরিবৃদ্ধিই নয়, এটা একটা মনস্তাত্বিক সংঘটনও বটে।[২০]

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী ডঃ রায় তার চীফ সেক্রেটারী ও ডিভিশনাল কমিশনারকে নিয়ে কোচবিহার এসেছিলেন চীফ কমিশনার নানজান্নার নিকট থেকে সংযুক্তিকরণের দলিল গ্রহণ করার জন্য। ডঃ রায়কে বিমান ঘাটিতে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন নানজান্না, কোচবিহার গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী

ললিত বক্সি, কর্ণেল রাজেন্দ্র সিং ও কোচবিহার রাজপরিবারের কুমার গৌতম নারায়ণ। বিমান ঘাটিতে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন খান চৌধুরী আমানত উল্লা ও সতীশ চন্দ্র সিংহরায়। সংযুক্তিকরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় ডঃ রায় ঘোষণা করেছিলেন কোচবিহার একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পরিঘণিত হবে। এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্বচন না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কোচবিহারের দুজন সদস্য থাকবেন।[২১]

সূত্রনির্দেশ

১। আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখ সরকার, কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা, মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা ১৩৯৬, অজিতেশ ভট্টাচার্য(সম্পা.), মুদ্রাকর-লিপি মুদ্রণ, ৫২১, সীতারাম স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, পৃ. ৪০৯।

২। আনন্দগোপাল ঘোষ, কোচবিহার ভারতভুক্তি আন্দোলনঃ একটি বাংলা সাপ্তাহিকের ভূমিকা, ১৯৪৭-পরবর্তী উত্তরবঙ্গ, আনন্দগোপাল ঘোষ(সম্পা.), নির্মলচন্দ্র রায়, প্রকাশক আশুতোষ রায়, পৃ. ৩০।

৩। আনন্দগোপাল ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৪। তদেব, পৃ. ৩১।

৫। শংকর ঘোষ, 'হস্তান্তর' স্বাধীনতার অর্ধশতক, দ্বিতীয় পর্ব, প্রকাশক, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২২৭।

৬। আনন্দগোপাল ঘোষ, কোচবিহার ভারতভুক্তি আন্দোলনঃ একটি বাঙলা সাপ্তাহিকের ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৭। ললিতচন্দ্র বর্মন, কুচবিহারের স্থানীয় ব্যক্তিত্ব খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, প্রকাশক-পরিমল বর্মণ, উপ্‌জনভুই পাবলিশার্স, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১৭, পৃ. ৭১।

৮। হেমন্ত কুমার রায় বর্মা বানিয়াদহের তীর থেকে রাজমহল একটি মরমী স্মৃতিচারণ নবলিপি পাবলিকেশন, শিলিগুড়ি রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ১১৬।

৯। তদেব, পৃ. ১১৬।

১০। আনন্দগোপাল ঘোষ, শ্রী উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন প্রণীত উত্তর বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি, সম্পাদনা ও সংযোজক-আনন্দগোপাল ঘোষ, প্রকাশক

আশুতোষ বর্মন, সংবেদন বি. এস. রোড, মালদা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৫ই আগষ্ট ২০১৫, পৃ. ১৬০।

১১। তদেব, পৃ. ১৬১।

১২। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জীবন স্মৃতির ভূমিকা, তিতাস সংস্করণ, জুলাই ২০১৪, প্রকাশক তিতাস ২০৬ বিধান সরণী, কোলকাতা, পৃ. ১১১।

১৩। আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখর সরকার, কোচবিহার রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা, মধুপর্ণী বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা-১৩৯৬-৯৭, সম্পা. অজিতেশ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪০৯

১৪। জনমত, সাপ্তাহিক পত্রিকা(জলপাইগুড়ি), ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল(সম্পা.), ২১ শে ভাদ্র, ১৩৫৫, পৃ. ৩।

১৫। তদেব, পৃ. ৩।

১৬। আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখর বন্ধ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১০।

১৭। তদেব, পৃ. ৪১০।

১৮। তদেব, পৃ. ৪১১।

১৯। সর্দার প্যাটেলস্ করসপন্ডেন্স, ভলিউম-৭, চিঠি নং ৪৫৭।

২০। আনন্দগোপাল ঘোষ ও শেখর বন্ধ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।